Bikoshito Bangladesh Foundation
বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন

বিকশিত আত্মশক্তি ও ক্ষমতায়নের মন্ত্রে

গড়ি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত (নং- ৩২৯১) একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। জাপানভিত্তিক এনজিও হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড এর অনুপ্রেরণা ও কোকোরোনো ভিটামিন ইন্সটিটিউট-এর সহযোগিতায় বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গত ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী বাংলাদেশে হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড এর বিগত ২৫ বছরের পরম্পরা অর্থাৎ চলমান কর্মসূচী, বিদ্যমান সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ এবং জনবল বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন-এ স্থানান্তরিত হয়েছে।

মানুষের আত্মশক্তিকে উজ্জীবিত করে, সম্মিলনের অন্তর্নিহিত শক্তিতে পিছিয়ে থাকা নারী এবং যুবদের সংগঠিত করে বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন কাজ করছে। কর্ম এলাকাগুলিতে উত্তম কৃষি চর্চার অনুশীলন, পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, নারীদের আর্থিক ও সাংগঠনিক সক্ষমতার বিকাশ, নারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, শিশুদের আনন্দময় শৈশবের বিকাশ, কারিগরী শিক্ষা প্রসার, পরিবেশ সুরক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা সম্প্রসারণসহ যুবসমাজের মধ্যে দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক মনোভাব জাগরণে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, ভবিষ্যতে এমন এক স্বদেশ গড়ে উঠবে যেখানে তরুণ-তরুণী ও মননশীল ব্যক্তিবর্গ স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্যে নিজেদের এলাকাকে আত্মশাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত করবে। নিজ নিজ এলাকার রাস্তাঘাট, তার ঘরবাড়ির পরিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্য চর্চা ও আমোদ-প্রমোদ, তার রোগী পরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদ নিস্পত্তি, প্রভৃতি সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবে উজ্জীবিত এলাকাবাসীদের দ্বারা। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও দর্শনের সম্মিলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে থাকবে আতিথ্য ও অবারিত বন্ধুত্বের ক্ষেত্র।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হতে পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করা সম্ভব হয়। সহযোগিতার জোরেই মানুষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে এক হয়ে চলতে পারে। ঐক্যবোধের দ্বারাই সব রকমের ঐশ্বর্যের সৃষ্টি। সুতরাং দারিদ্র্যের অবসান, মানুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য কমানো, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রভৃতি কর্মকান্ড টেকসই উপায়ে সম্পন্ন করতে চাইলে সবাইকে এক হতেই হবে। সেই পদ্ধতিটাই হলো সমবায়। আধুনিক ইউরোপ থেকে শুরু করে পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশেই সমবায়ের অভাবনীয় সাফল্য বিদ্যমান।

বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে হলে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও অপুষ্টি অবসানে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। যদিও অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের অনেক বড় বড় অর্জন রয়েছে, তথাপি পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতে বিরাট অসমতা এখনও বিরাজমান এবং তা মোকাবেলা করা আশু প্রয়োজন। এর জন্য 'ক্ষেত থেকে পাত' পর্যন্ত খাদ্য ব্যবস্থাপনায় দেশের নারী ও যুব সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং এই খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি উৎসাহিত করা প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার ও বেসরকারী সংস্থাগুলো সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিলে সকলের জন্য সুন্দর আগামী গড়ে উঠবে।

বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, নিরাপদ খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক নাগরিক সংগঠন 'বিসেফ ফাউন্ডেশন' এবং শিক্ষা বিষয়ক নেটওয়ার্ক 'গণসাক্ষরতা অভিযান' এর সদস্য সংগঠন। এছাড়াও সংগঠনটি দেশের অন্যতম বৃহৎ যুব জাগরণী মঞ্চ 'বাংলাদেশ যুব ছায়া সংসদ' এর অন্যতম আয়োজক।

একটি বিকশিত গ্রামের প্রত্যাশা বা মনছবি

একটি সুন্দর দিনে বাংলাদেশের একটি গ্রামের ছবি কল্পনা করুন। আকাশ নীল, স্নিগ্ধ বাতাস, পাখির কল-কাকলীতে মুখরিত একটি গ্রাম। শান্তি, মর্যাদা ও সম্প্রীতির আলোয় ভরা এক সজীব ও প্রাণচঞ্চল জনপদ। নীল আকাশের নিচে রৌদ্রোজ্জ্বল সুন্দর এই দিনে কোমল বাতাস বয়ে যাচ্ছে সবুজ শস্যক্ষেতের উপর দিয়ে। মাঠে কৃষকেরা কাজ করছেন আনন্দ ও ভালোবাসায়। শিশুদের হাসি আর খেলাধুলার প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর চারপাশ। নারীরা সম্মান, আত্মবিশ্বাস ও সমঅধিকার নিয়ে এগিয়ে চলেছেন আনন্দময় জীবনের পথে।

গ্রামের পথঘাটে ফুটে আছে নানা রঙের ফুল। গাছে গাছে পাখির গান, আর প্রকৃতির প্রতিটি সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের রয়েছে এক গভীর ও সুরেলা সহাবস্থান। গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবার যথাযথ আয় করে। কেউ বেকার নয়। গ্রামের ছেলেমেয়েরা নিয়মিত স্কুলে যায়। সকলের রয়েছে বিদ্যুৎ সুবিধাসহ বাসযোগ্য বাড়ি। সকলের জন্য রয়েছে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা। গ্রামের কৃষি রাসায়নিক সার, ক্ষতিকর কীটনাশক ও জিএমও বীজমুক্ত। দেশে ই-গভর্নেন্স চালু থাকায় গ্রামের মানুষ ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কাজ করতে পারে।

এই গ্রামে মানুষ শুধু শারীরিকভাবে নয়, মানসিক ও আত্মিকভাবেও সুস্থ ও পরিপূর্ণ। রয়েছে সৌহার্দপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক। আত্মমর্যাদাপূর্ণ এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল জীবনবোধ। তাদের জীবনে আছে প্রশান্তি, মমতা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং একাত্মতার অনুভূতি। এখানে কেউ অবহেলিত নয়, কেউ পিছিয়ে নেই। প্রত্যেক মানুষের জন্য নিশ্চিত হয়েছে পুষ্টিকর খাদ্য, মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ আশ্রয় এবং টেকসই জীবিকার সুযোগ।

এই গ্রাম গড়ে উঠেছে মানুষের নিজের প্রচেষ্টা, স্বপ্ন ও সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে। "প্রত্যাশা, নেতৃত্ব ও অংশীদারিত্ব" এই ত্রয়ী শক্তিই সমাজকে নিয়ে গেছে ঐক্য, স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়নের পথে। এই ভবিষ্যত কোনো একক মানুষের সৃষ্টি নয়। হাজারো ব্যক্তি, পরিবার, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক অঙ্গীকার, ভালোবাসা ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই গড়ে উঠেছে এমন এক বাংলাদেশ। যেখানে বিভেদের পরিবর্তে মানুষ বেছে নিয়েছে সহমর্মিতা, সংঘাতের পরিবর্তে সহযোগিতা, আর ঘৃণার পরিবর্তে ভালোবাসা।

কল্পনা করুন, এই সুন্দর পরিবর্তনের আপনিও একজন অংশীদার। চারপাশের হাসি, আনন্দ ও প্রশান্তি আপনার হৃদয়কে ছুঁয়ে যাচ্ছে। আপনি অনুভব করছেন এক গভীর তৃপ্তি, পরার্থপরতায় বেঁচে থাকার আনন্দ। আপনার আত্মা যেন মিলিত হয়েছে উচ্চতর চেতনার সঙ্গে। সবাই মিলেই গড়ে তুলেছেন এই সুন্দর ভবিষ্যত -এমন একটি ছবি হৃদয়ে ফুটিয়ে তুলুন।

সুন্দর এই ভবিষ্যত গড়ে তোলা সম্ভব। চাবিকাঠি আপনার হাতেই। নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামর্থ্যগুলো দিয়ে তৈরী হচ্ছে বিকশিত ভবিষ্যত, আগুনের পরশমণি ছুঁয়ে।

এমন একটি গ্রাম, একটি ভবিষ্যত- কল্পনা করুন।

সুন্দর এই গ্রামের আলো ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশের হাজারো গ্রামে।

ইয়ূথ এগেইনস্ট হাঙ্গার বাংলাদেশ সরকারের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত (#যুউঅ/১৭৫) স্বেচ্ছাব্রতী যুবমঞ্চ। 'ক্ষুধার কাছে পরাজয় নয় বরং ক্ষুধাকেই পরাজিত করি'- এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ইয়ূথ এগেইনস্ট হাঙ্গারের সদস্যরা কাজ করছে। নিজেদের হাতেই গড়ি ভবিষ্যত, সকলের অংশীদারিত্বে - এই হলো সংগঠনের কর্মদর্শন।

যুব ছায়া সংসদ আয়োজনঃ

দেশের যুব সমাজের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিকাশ ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কৌশল হিসেবে 'যুব ছায়া সংসদ' আয়োজনের সাথে ইয়ূথ এগেইনস্ট হাঙ্গার সরাসরি সম্পৃক্ত। এর মধ্যো দিয়ে দেশের যুব সমাজকে নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন, কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য আমরা সক্রিয় রয়েছি।

মহান জাতীয় সংসদ এর আদলে অনুষ্ঠিতব্য 'যুব ছায়া সংসদ' এর অধিবেশনসমূহে দেশের ৩০০ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি হিসেবে ৩০০ জন যুবক (২৫ বছরের কম বয়সী) অংশ নিয়ে উত্থাপিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তিতে এই প্রস্তাবনাসমূহ সরকারের নীতি-নির্ধারণী মহলে তুলে ধরে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গৃহীত হয়।

তৃণমূল থেকে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়, ইয়ূথ এগেইনস্ট হাঙ্গার সদা জাগ্রত রয়েছে মানুষের অধিকার সুরক্ষায়।

বাংলাদেশের যুবরা অনেক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের অগ্রনায়ক। আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত যুবশক্তি হলো স্বাধীনতা, সৃজনশীল, দুর্বার এবং আপোষহীন। যুবদের শক্তি ও সামর্থ্য বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে একটি সম্ভাবনাময় দেশ।

ইয়ূথ এগেইনস্ট হাঙ্গার এর কাজের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- যুব আত্মশক্তির বিকাশ ঘটানো ও টেকসই রূপান্তরের অনুঘটকে পরিণত করা;
- খাদ্য ব্যবস্থা তথা পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য ভ্যালুচেইনে যুবদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি;
- মাটি, পানি, পরিবেশ দূষণ তথা জলবায়ু পরিবর্তন ও খাদ্য অপচয় রোধে সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- আইসিটি ও অন্যান্য দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা;
- সমাজের যে কোন কল্যাণময় ও টেকসই উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী ভূমিকা পালন করা;

বনসাই পদ্ধতির যুবউন্নয়ন কৌশল নয়। বনসাই পদ্ধতিতে ছোট্ট টবের মধ্যেও বটবৃক্ষ বেঁচে থাকে কিন্তু পূর্ণ সক্ষমতায় বিকশিত হয় না। সেটা গাছের সমস্যা নয়। ওটা আসলে পরিচর্যার ধরণ। এখানে বিকাশের সুযোগ বঞ্চনাটাই আসল। এই বঞ্চনার অবসান করতে হবে। সহায়ক পরিবেশ ও সুযোগ নিশ্চিত করে যুবদের পূর্ণ সক্ষমতায় বিকশিত হতে দিতে হবে।

Bikoshito Bangladesh Foundation
BBF

বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন

৩/১ (৬ সি), ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
০১৭০৭-০৫২০২১, ০১৭১২-৬২০৬৩৬, ০১৭১১-৯৪৭৬০১
info@bikoshito.org www.bikoshito.org
www.facebook.com/BikoshitoBangladesh

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: মঞ্জুরুল হাসান (সীমান্ত), গ্রাফিক ডিজাইনার

কার্যক্রমের খণ্ডচিত্র